বিশেষ ক্রোড়পত্র

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস '৯৭

৮ই সেপ্টেম্বর

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

লেখাপড়া করব ● সুন্দর জীবন গড়ব

অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনায়ঃ ধারা এ্যাড

বাণী

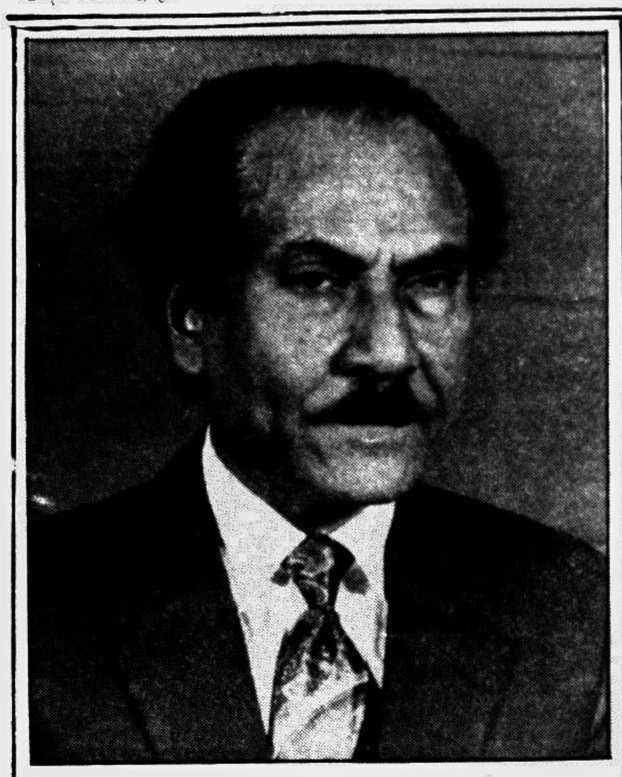

দেশের সার্বিক অগ্রগতির জন্য মানব সম্পদ উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী উন্নয়নের অপরিহার্য উপাদান। দেশের প্রতিটি নাগরিককে শিক্ষার আলোকে আলোকিত করার উদ্দেশ্যে সরকার আগামী ২০০০ সালের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৬২ ভাগে উন্নীত করা এবং ২০০৫ সালের মধ্যে সার্বিক সাক্ষরতা অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমাজের সকল স্তরের মানুষকে বিশেষ করে শিক্ষিত মানুষকে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। দেশে একটি শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরীতে দল-মত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস চালাতে হবে।

আমি বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ ও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

"সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিতকরণে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব"

শিক্ষা শুধু একটি মৌলিক প্রয়োজনই নয়, এটি অন্যতম মৌলিক মানবাধিকারও। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সেজন্য ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে প্রতিটি নাগরিকের শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত "সবার জন্য শিক্ষা"র বিশ্ব সম্মেলন, ১৯৯০ সালে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিশু অধিকার বিষয়ক সম্মেলন ও ১৯৯৩ সালে নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ৯টি জনবহুল দেশে "সবার জন্য শিক্ষা"র শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ বিশ্ব ঘোষণার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার ২০০৫ সালের মধ্যে "সবার জন্য শিক্ষা" নিশ্চিতকরণ। সে লক্ষ্য অর্জনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

একথা সত্যি যে আমাদের বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ এখনও নিরক্ষর। দেশের প্রচলিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে এ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে শিক্ষা ছাড়া কোন জাতিরই উন্নতি সাধন সম্ভব নয় বিধায় নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম।

১. দেশকে শিক্ষিত জাতি হিসেবে গড়ে তোলা।
২. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন।
৩. সচেতনতা বৃদ্ধি।
৪. জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন।

আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার অবকাঠামোগত বিকাশ খুব বেশী দিনের নয়। সময় ও প্রয়োজনের দাবীতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা "সবার জন্য শিক্ষা"র লক্ষ্য অর্জনে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

শিক্ষাই জাতির আর্থসামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। বিশ্বের প্রত্যেকটি জাতি শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আসছে। উন্নয়নশীল বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও ক্রমবর্ধমান শিক্ষা চাহিদার সঙ্গে বিদ্যমান আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অবকাঠামো অনেক ক্ষেত্রে অপ্রতুল। ফলে বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী নিরক্ষর থেকে যাচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের সাথে তাল মিলিয়ে এ সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের দেশেও আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি, সম্পূরক ও সহায়ক শিক্ষা হিসেবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ধারা চালু রয়েছে।

"সবার জন্য শিক্ষা" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে "সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম" (ইনফেপ) চালু করা হয় ১৯৯১-৯২সালে। উক্ত কার্যক্রমের সন্তোষজনক অগ্রগতিতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম দেশব্যাপী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের অধীনে ১৯৯৫ সালে ৩রা সেপ্টেম্বর এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে "উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর" প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সাক্ষরতা কার্যক্রমের যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে ইনফেপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল প্রকল্প মেয়াদ কালের শেষ পর্যায়ের প্রাথমিক মূল্যায়নে দেখা যায় সে সব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয়েছে। বিগত ১৯৯১ সাল থেকে কর্মসম্পৃক্ততার প্রেক্ষিতে আরও বৃহত্তর পরিসরে কাজ করার সামর্থ্য, কারিগরী দক্ষতা, বিশেষজ্ঞতা, বাস্তবায়নের কৌশল ও ব্যবস্থাপনায় ইনফেপ যথেষ্ট অভিজ্ঞাতা ও যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছে। সে আলোকে সরকারী ও দাতা সংস্থার অর্থায়নে সারা দেশে বড় আকারে মোট ৪টি প্রকল্প বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যার শিক্ষার্থী লক্ষ্যমাত্রা ৩,২০,৬৮,০০০ (তিন কোটি বিশ লক্ষ আটষট্টি হাজার)।

অধিদপ্তর হিসাবে ঘোষিত অত্র সংস্থার কাঠামোতে ৫৭ জন কর্মকর্তা ও ৮৮ জন কর্মচারীর সংস্থান আছে। মাঠ পর্যায়ে প্রতিটি জেলায় ১ জন জেলা কো-অর্ডিনেটর সহ এ সংখ্যা ১৩২ জন। সবার জন্য শিক্ষার বিশাল কর্মকান্ড বাস্তবায়নে এরা কাজ করে যাচ্ছেন।

"সবার জন্য শিক্ষা" নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর ৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে দেশকে নিরক্ষর মুক্ত করার জন্য নিম্নোক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করছেঃ

১. বাংলাদেশে "সবার জন্য শিক্ষা" নিশ্চিত করণের জন্য বর্তমানে অধিদপ্তরের আওতাধীনে ৬৪ জেলার ১৩১টি থানায় বেসরকারী সংস্থাকে অর্থপ্রদানের মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে।
২. সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন ঃ (টিএলএম) জেলা প্রশাসককে অর্থ প্রদানের মাধ্যমে ২৩টি জেলায় সার্বিক সাক্ষরতা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও আরো কয়েকটি এলাকায় কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন।
৩. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান-এর মাধ্যমে।
৪. মাঠ প্রশাসন এর মাধ্যমে।
৫. মানব হিতৈষী ও জনকল্যাণ-মূলক সংস্থায় বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ এর মাধ্যমে।
৬. উদ্ভাবনীমূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে।
৭. ৬টি বিভাগীয় শহরের বস্তি এলাকায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দান।
৮. অব্যাহত শিক্ষা ঃ নব্য সাক্ষরদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা ধরে রাখার জন্য জীবন ব্যাপী শিক্ষা বা অব্যাহত শিক্ষা চালু করা হয়েছে। নব্য সাক্ষরদের শিক্ষা চর্চা অব্যাহত রাখতে অত্র অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলায় ৬৯টি থানার কর্ম এলাকায় ৭৩৫টি গ্রাম শিক্ষা মিলনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই সকল কেন্দ্রে নিয়মিত পাঠদান ছাড়াও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত অনুসারক উপকরণ, দেয়াল পত্রিকা, পোস্টার, স্টিকার ইত্যাদি সরবরাহ করা হয়। এছাড়াও দৈনিক, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা, রেডিও এবং খেলাধূলার বিভিন্ন সামগ্রী এসব মিলন কেন্দ্রে নিয়মিত সরবরাহ করা হয়।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে শুধু অক্ষরজ্ঞানে সীমাবদ্ধ না রেখে শিক্ষার্থীদের পরিবার ও পরিবেশ, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনস্বাস্থ্য, মহিলা ও উন্নয়ন, পরিবার পরিকল্পনা, সমাজ ধর্ম ও মূল্যবোধ, আয় ও কর্মসংস্থান, সচেতনতা ও সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলা হয়। এতে জাতি গঠনমূলক বার্তাগুলি তারা সহজেই বুঝতে পারছে। ফলে জাতীয় উন্নয়নে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

সম্প্রতি জার্মানীর হামবুর্গে অনুষ্ঠিত ৫ম আন্তর্জাতিক বয়স্ক শিক্ষা সেমিনারেও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব আলোচিত হয়েছে। বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে মে-৯৭ পর্যন্ত বাস্তবায়িত ও চলমান শিক্ষার্থী অগ্রগতির পরিসংখ্যান অনুসারে মোট সংখ্যা দাড়িয়েছে ৪৭,৬৮,২৭৭ জন। সাম্প্রতিক তথ্যানুসারে বাংলাদেশে বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৪৭.৩% (সূত্র বিবিএস, এসভিআর)। সে হিসেবে বয়স্ক সাক্ষরতার হার ৬২% অর্জন সম্ভব। চলমান প্রকল্পগুলো বাস্তাবায়িত হলে বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার ৮৪% এ উন্নীত হতে পারে। শিক্ষার হার ১০০% নিশ্চিত করতে হলে আরও প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাই "সবার জন্য শিক্ষা" নিশ্চিত করণে নিরক্ষরমুক্ত সমাজ ও উন্নত মানব সম্পদ সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুরুত্ব এক কথায় অনস্বীকার্য।

বাণী

২০০৫ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার এবং এ লক্ষ্য অর্জনে আমরা সফলকাম হব বলে আশা করি। এ জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ প্রাথমিক শিক্ষা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন এবং তার পাশাপাশি ঝরে পড়া, স্কুল ত্যাগী কিশোর-কিশোরী ও বয়স্ক নিরক্ষরদের জন্য ব্যাপক শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

দেশকে নিরক্ষর মুক্তই শুধু নয়, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলার জন্য প্রত্যেকের যুগোপযোগী বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে এবং এ জন্য সরকারের গৃহীত প্রতিটি শিক্ষা কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেকের নিরলসভাবে কাজ করে যেতে হবে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, সকলের নিরলস প্রচেষ্টার ফসল ফলতে শুরু করেছে। দেশে শিক্ষার হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসকে সামনে রেখে দেশব্যাপী জাগরণ সৃষ্টির জন্য এবার বয়স্ক সাক্ষরতা সপ্তাহ পালন করা হচ্ছে-যার প্রভাব গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে পড়বে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ ও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ১৯৯৭ এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(এ, এস, এইচ, কে, সাদেক)
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ
এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

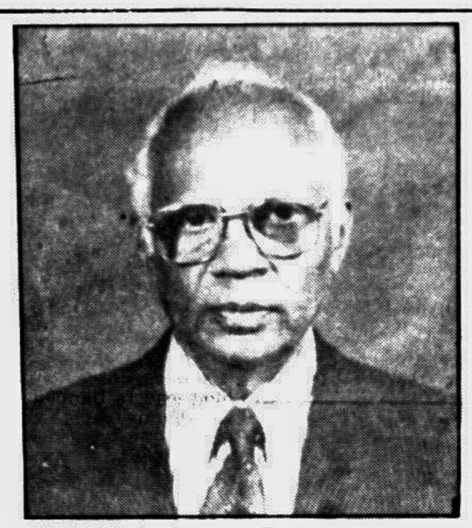

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ সপ্তাহব্যাপী এক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে জেনে আমি আনন্দিত। দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত করা আমাদের সরকার সাংবিধানিক দায়িত্ব ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার হিসেবে গ্রহণ করেছে। দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য জনগণকে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে শিক্ষিত করা ছাড়া আমাদের কোন বিকল্প নেই। এটি অনুধাবন করেই গত সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে দশ বছরের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার যে অঙ্গীকার আমরা করেছিলাম তা বাস্তবায়নের জন্য সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রতিটি গ্রামকে প্রাথমিক শিক্ষার আওতায় আনা, প্রতিটি শিশুর জন্য বিদ্যালয়কে আকর্ষণীয় করা ছাড়াও বিদ্যালয়ত্যাগী শিশুকিশোর ও নিরক্ষর বয়স্ক লোকদের জন্য আমদের সরকার বিভিন্নমুখী শিক্ষা-কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করাই এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য। স্বাধীনতা-পরবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই প্রথম অনুধাবন করেছিলেন যে, শিক্ষিত নাগরিক ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই, তিনি শিক্ষার উন্নয়নের জন্য প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেছিলেন। তিনিই গঠন করেছিলেন শিক্ষা কমিশন।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী সাক্ষরতা অভিযান কর্মসূচী শিক্ষার প্রসারে জনগণকে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ ও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস '৯৭ এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতি বছরের মতো এবারও নবউদ্যোগ ও অংগীকার নিয়ে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস '৯৭ উদ্‌যাপিত হচ্ছে। তবে এবারের ব্যতিক্রম হল গণশিক্ষা দিবসকে সামনে রেখে সপ্তাহব্যাপী বয়স্ক সাক্ষরতা সপ্তাহ পালিত হচ্ছে যার প্রভাব সুদূর প্রসারী।

শিক্ষা ছাড়া উন্নয়নের কারিগর সৃষ্টি হয় না। এই সামাজিক প্রত্যাশায় বর্তমান সরকার উন্নয়নকামী মানবসম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে মেধাবী ও মননশীল জীবন বিকাশের জন্য শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে।

আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশী এখনও নিরক্ষর। নিরক্ষরতাকে অব্যাহত রেখে কোন উন্নয়ন কর্ম সম্পাদন সম্ভব নয়। তাই শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। আগামী ২০০০ সালের মধ্যে বয়স্ক শিক্ষার হার ৬২% এ উন্নীত করার লক্ষ্যে এবং ২০০৫ সালের মধ্যে নিরক্ষরমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য সরকার বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

আসুন, আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রেখে সম্মিলিতভাবে জাতিকে নিরক্ষরমুক্ত করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ে তুলি।

আমি বয়স্ক সাক্ষরতা সপ্তাহ ও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস '৯৭ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(অধ্যাপিকা জিনাতুন নেসা তালুকদার)
উপ-মন্ত্রী
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

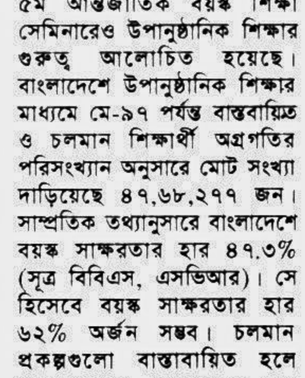

দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা কার্যকর ভাবে বাস্তবায়নের পাশাপাশি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ থেকে ঝরে পড়া ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় এনে দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ মুক্ত করার যে দায়িত্ব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ গ্রহণ করেছে বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে তা এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে প্রতিটি শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নিশ্চিত করা, বিদ্যালয়ে ভর্তির পর তাদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার ব্যবস্থা করা এবং এরপরও যারা নিরক্ষর থেকে যাচ্ছে তাদেরকে সাক্ষর করে তোলা। এই গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য সর্বস্তরের মানুষের অব্যাহত সহ-যোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন।

সরকার আগামী দুই হাজার সালের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৬২ শতাংশে বৃদ্ধি করার লক্ষ্য স্থির করেছে। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য আমরা দেশব্যাপী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ করেছি। পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ঝরে পড়া কিশোর কিশোরী, নিরক্ষর যুব সমাজ ও বয়স্ক নিরক্ষরদের শিক্ষা প্রদানের বিভিন্নমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে যাতে বিভিন্ন কম্যুনিটি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী সংস্থা ও বৈদেশিক সাহায্য দাতা দেশ/সংস্থাসমূহ সোৎসাহে সহযোগিতা করে চলেছে। এ সকল কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে নির্ধারিত সময়ের আগেই দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করা সম্ভব হবে।

৮ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের মধ্যে আমরা আমাদের কর্মসূচীকে সীমাবদ্ধ না রেখে হামবুর্গ ঘোষণার মূল ভাব অনুসারে এবছর থেকে আমরা বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ পালনের উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা মনে করি প্রতিটি বয়স্ক লোককে যদি শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলা যায় তাহলে আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে তা বিশেষ সহায়ক হবে।

আমি বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহ ও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস '৯৭ এর সাফল্য কামনা করি।

ডঃ সা'দত হুসাইন
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

❖ নিরক্ষরদের শিক্ষা দানে এগিয়ে আসুন
❖ আপনার আশে পাশের একটি লোকও যেন নিরক্ষর না থাকে
❖ নিরক্ষরমুক্ত সমাজ গঠনই আমাদের লক্ষ্য

শেখার কোন বয়স নাই
চল সবাই পড়তে যাই।

নিরক্ষর থাকব না
দেশের বোঝা হব না।